31 AUG 1990

তারিখ ... 31 AUG 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

কোটি টাকা কারচুপির অভিযোগে বুয়েটে ছাত্র ধর্মঘট শুরু

॥ রেজাউর রহমান ॥

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) প্রায় ১ কোটি টাকা কারচুপির কোন বিচার হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে উৎসাহিত করার

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

কোটি টাকা কারচুপি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো অব রিসার্চ টেষ্টিং এণ্ড কনসালটেশন দপ্তরে উক্ত টাকা কারচুপি করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টাকা কারচুপির ঘটনায় অভিযুক্ত করিয়া উক্ত ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মোঃ ফজলে করিমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ৪ মাসের ব্যবধানে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। কিন্তু গত বছরের ১৪ই জুন তাহাকে সাসপেণ্ড করার পর এক বৎসর পার হইলেও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

দেরীতে হইলেও উক্ত ব্যুরোর ঘটনা নিয়া বুয়েটে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বুয়েট কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ঘটনার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী করিয়াছে। ঘটনা তদন্ত করিয়া অবিলম্বে দোষী ব্যক্তির শাস্তির দাবীতে বুয়েট কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ 'ইউকসু' আজ (মঙ্গলবার) হইতে বুয়েটে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে।

জানা যায়, ১৯৬২ সালে বুয়েটে উক্ত ব্যুরো পতিষ্ঠা করা হইলেও ইহার স্বতন্ত্র কোন অফিস খোলা হয় নাই। গবেষণা কার্যক্রম দফতরের অধীনে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। এই ব্যুরো বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা অথবা ব্যক্তির সিমেণ্ট, রড, ইট, মাটি ও পানির কন্সালটেন্সি ও টেষ্টিং সহযোগিতা করিয়া থাকে। বুয়েটের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অভিমত, বছরে উহার আয় প্রায় ১কোটি টাকা। কন্সালটেন্সি এবং টেষ্টিং বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের আয় বাবদ টেষ্টিং ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পান শতকরা ৭০ ভাগ। ২৫ ভাগ পায় বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ ভাগ পায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল। কন্সালটেন্সি ক্ষেত্রে আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ পান সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, ১৫ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়, ৪ ভাগ স্কুল, মাত্র ১ ভাগ পায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

জানা যায়, বছরে প্রচুর টাকা আয় হইলেও চেকের মাধ্যমে টাকা গ্রহণের নিয়ম নাই ব্যুরোতে। এই সুযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি টাকা কারচুপি করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। আগের হিসাব জানা যায় নাই। তবে '৮০ সাল হইতে '৮৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯ বছরে ৬০ লক্ষ ৫৪ হাজার ১ শত ১৪ টাকার গড়মিল ধরা পড়িয়াছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, চূড়ান্ত হিসাবে এই অঙ্ক ১ কোটি ছাড়াইয়া যাইবে।

কারচুপির বিষয়টি আঁচ করিয়া কর্তৃপক্ষ '৮৮ সালের ১২ই এপ্রিল ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। ব্যুরোর আয়-ব্যয় হিসাব রাখার পদ্ধতি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া মতামত প্রদানের জন্য গঠিত এই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন তড়িৎ কৌশল অনুষদের ডীন ডঃ সৈয়দ ফাজলে রহমান। এই কমিটি টাকা কারচুপির ব্যাপারে ফজলে করিমকে অভিযুক্ত করিয়া রিপোর্ট পেশ করার পর সিণ্ডিকেট সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তে বলা হয়, চার্জশীট প্রণয়নে যাহাতে আইনগত ও তথ্যগত কোন ভুল-ভ্রান্তি না থাকে তজ্জন্য এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আবদুল কাদের তালুকদারকে (অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশান জজ এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী মিনিষ্ট্রি অব ল' এণ্ড জাষ্টিস) চার্জশীট প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হইল।

গত বছরের জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ ফজলে করিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর লালবাগ থানা পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করে এবং পরের দিন তিনি জামিনে মুক্তি পান। চলতি বছরের ২২শে মে সিণ্ডিকেটের সভায় বিষয়টি সুরাহা করার জন্য সরকারের পুলিশ ও দুর্নীতি দমন বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

একটি সূত্রের মতে, উক্ত ব্যুরোর ব্যাপারে ছাত্রদের পাশাপাশি তরুণ শিক্ষকেরাও ক্ষুব্ধ। সূত্রটি মন্তব্য করেন, সরকারী অর্থে ক্রয়কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ব্যবহার করিয়া ব্যুরোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এই কাজে ব্যয়িত লাভের বৃহৎ অংশ পান সংশ্লিষ্ট শিক্ষক। ফলে এই কাজে কতিপয় শিক্ষককে প্রায়শঃই ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

বুয়েটের ভিসি প্রফেসর মোশাররফ হোসেন খানের সহিত টেলিফোনে কথা হইলে তিনি বলেন, 'এব্যাপারে নূতন কি জানিতে চান? পত্র-পত্রিকায় তো অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ইউকসুর ভিপি রাফেল কবীর বলেন, একক ব্যক্তির পক্ষে এত টাকা কারচুপি হইয়াছে বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। টাকা কারচুপির পিছনে আরও অনেকের হাত থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাফেল জানান, এই ব্যুরো জাতীয় সম্পদ। কাজেই ইহার টাকা কারচুপির বিচার না হওয়া পর্যন্ত ইউকসুর ধর্মঘট কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে। একটি সূত্রের মতে, একটি বিশেষ মহল শুরু হইতেই বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করে।